150

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 25 MAY 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

সমস্যার আবর্তে কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

দেশের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তার অভাবে এবং বইখাতা কাগজপত্রের উর্ধ্বমূল্যের কারণে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাহত হচ্ছে। তাছাড়া, দু' এক স্থানে খাতাকলমে ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়ের উপস্থিতি থাকলেও বাস্তবে নেই।

নিজস্ব সংবাদদাতা গাইবান্ধা থেকে জানান, সুন্দরগঞ্জ থানার ধাপাছিলা জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়ে ৩ বছর থেকে কোনো ছাত্রছাত্রী নেই। শিক্ষকও নেই। কিন্তু কাগজপত্রে স্কুল আছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক অন্যান্য শিক্ষকের নামে ৬ লাখ ১৮ হাজার টাকা উত্তোলন করেছেন। সম্প্রতি গাইবান্ধার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোঃ আব্দুল আজিজ অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে স্কুলটি পরিদর্শনে গিয়ে ছাত্র-শিক্ষক কাউকেই পাননি। তথাকথিত স্কুলটির প্রধান শিক্ষক মোঃ আক্কেল আলী ৫ জন শিক্ষকের বেতন বাবদ অনুদান নিয়মিত উত্তোলন করছেন। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক জনাব আজিজ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন।

কিশোরগঞ্জ

নিজস্ব সংবাদদাতা কিশোরগঞ্জ থেকে জানান, কিশোরগঞ্জে দীর্ঘদিন যাবত জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাসহ থানা শিক্ষা কর্মকর্তা, প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী শিক্ষকের আসংখ্য পদ শূন্য রয়েছে। ফলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। শূন্য পদগুলোর মধ্যে রয়েছে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, ৪টি থানা শিক্ষা কর্মকর্তা ১৩টি, সহকারী থানা শিক্ষা কর্মকর্তা, ৩৯টি প্রধান শিক্ষক ও ৮৩টি সহকারী শিক্ষকের পদ। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসসূত্রে জানা গেছে, জেলার কটিয়াদী, নিকলী, কুলিয়ারচর ও অষ্টগ্রাম থানায় থানা শিক্ষা কর্মকর্তার পদ শূন্য রয়েছে। এ ছাড়া করিমগঞ্জে ৩টি, হোসেনপুরে ও বাজিতপুর থানায় ২টি করে এবং পাকুন্দিয়া, কটিয়াদী, তাড়াইল, কিশোরগঞ্জ সদর, ইটনা ও অষ্টগ্রাম থানায় ১টি করে সহকারী থানা শিক্ষা কর্মকর্তার পদ শূন্য।

তাছাড়া কিশোরগঞ্জে ২টি প্রধান শিক্ষক ও ১০টি সহকারী শিক্ষক, করিমগঞ্জে ৬টি প্রধান শিক্ষক ও ৬টি সহকারী শিক্ষক, পাকুন্দিয়ায় ৮টি প্রধান শিক্ষক ও ৯টি সহকারী শিক্ষক, হোসেনপুরে ৫টি সহকারী শিক্ষক, কটিয়াদীতে ২টি প্রধান শিক্ষক ও ১২টি সহকারী শিক্ষক, কুলিয়ারচরে ৯টি সহকারী শিক্ষক, বাজিতপুরে ৩টি প্রধান শিক্ষক ও ৬টি সহকারী শিক্ষক, ভৈরবে ২টি প্রধান শিক্ষক ও ৪টি সহকারী শিক্ষক, অষ্টগ্রামে ১টি প্রধান শিক্ষক ও ৩টি সহকারী শিক্ষক, নিকলীতে ৩টি প্রধান শিক্ষক ও ১টি সহকারী শিক্ষক, মিঠামইনে ২টি প্রধান শিক্ষক ও ১০টি সহকারী শিক্ষক, ইটনায় ৪টি প্রধান শিক্ষক ও ৬টি সহকারী শিক্ষক এবং তাড়াইল থানায় ৬টি প্রধান শিক্ষক ও ২টি সহকালী শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে।

মাদারীপুর

নিজস্ব সংবাদদাতা মাদারীপুর থেকে জানান, জেলার সর্বত্র বইখাতাসহ অন্যান্য শিক্ষা উপকরণের দাম গরীব শিক্ষার্থীদের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। ফলে, জেলার গরীব ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া ব্যাহত হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত প্রতিসেট বইয়ের মূল্য ৬০ থেকে ৭০ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। বোর্ডের বইয়ের সঙ্গে নোটবই না নিলে অনেক লাইব্রেরীতে ইদানীং পৃথকভাবে বই বিক্রি করে না। একই নোটবই এখানকার লাইব্রেরীগুলোতে বিভিন্ন দামে বিক্রি হয়।

ফরিদপুর

সংবাদদাতা ফরিদপুর থেকে জানান, ফরিদপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের তথ্য অনুযায়ী ফরিদপুর জেলায় ৮টি থানায় বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ৩৩ হাজার ৯শ ৪২ জন ছাত্র-ছাত্রী বিদ্যালয় আওতার বাইরে রয়েছে। এদের বয়স ৬ থেকে ১০ বছরের মধ্যে।

এছাড়া ছাত্রছাত্রীদের গড় উপস্থিতি শতকরা ৭৫ ভাগ বলা হলেও বাস্তবে ৫০ ভাগের বেশী নয়। বিদ্যালয়ের স্থানাভাব সমস্যা, আসবাবপত্র, শিক্ষক সমস্যাসহ নানাবিধ সমস্যা। সব মিলিয়ে ফরিদপুর জেলায় বাধ্যতামূলক প্রথমিক শিক্ষা ব্যাহত হচ্ছে।